১০-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা জ্ঞানের স্যাকারিন পেয়েছ, এক ফোঁটা সেই স্যাকারিন হল মন্মনাভব, এই পুষ্টিকর খাবার সবাইকে খাওয়াতে থাকো"

প্রশ্নঃ- প্রকৃত মঙ্গল কামনা ও আতিথেয়তা কি ? সবার কিরূপ রুহানী আতিথেয়তা তোমাদের করতে হবে ?

উত্তর :- প্রত্যেককে বাবার পরিচয় দেওয়া, এই হল প্রকৃত মঙ্গল কামনা ও আতিথেয়তা। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে সবাইকে খুশীর খোরাক খাওয়াও। বেহদের পিতার দ্বারা জীবনমুক্তির খোরাক যা তোমরা পেয়েছ, সেসব সবাইকে দান করো। অতীন্দ্রিয় সুখে থেকে সবাইকে জ্ঞান যোগের ফার্স্ট ক্লাস খোরাক খাওয়ানো, এই হল সবচেয়ে ভালো রুহানী আতিথেয়তা।

ওম শান্তি । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন রুহানী বাবা, তিনি বসে রুহানী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বাবা ছাড়া আর অন্য কেউ দিতে পারেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ। এখন তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হবে। মানুষ এসব জানেনা - কে পরিবর্তন করবেন কিভাবে করেন কারণ তাদের কাছে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই। বাচ্চারা তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ যার দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনেছ। এ হল জ্ঞানের স্যাকারিন। এক কণা স্যাকারিনের স্বাদও খুব মিষ্টি হয়। জ্ঞানেরও একটি অক্ষর হল মন্মনাভব। সবচেয়ে মিষ্টি। নিজেকে আত্মা ভেবে পিতাকে স্মরণ করো। বাবা শান্তি ধাম ও সুখ ধামের পথ বলে দিচ্ছেন। বাবা এসেছেন বাচ্চাদের স্বর্গের অধিকার দিতে। তাই বাচ্চাদের কত খুশী হওয়া উচিত। বলাও হয় খুশীর মতন খোরাক অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্য আর কিছু নেই । যে সর্বদা খুশীতে থাকে মজায় থাকে তার জন্যে খুশিটাই হল খোরাক। ২১ জন্ম মজায় থাকার জন্যে এই হল খুবই পুষ্টিকর খাদ্য। এই খাদ্য সর্বদা একে অপরকে খাওয়াতে থাকো। একে অপরের বিশেষ ভাবে আতিথেয়তা খুশী দিয়েই করতে হবে। এমন আপ্যায়ন কোনো মানুষ অন্য মানুষের করতে পারেনা।

তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসারে সকলের রুহানী আপ্যায়ন কর। প্রকৃত মঙ্গল কামনাও হল এটাই, কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া। মিষ্টি বাচ্চারা জানে বেহদের বাবার কাছে আমরা জীবন মুক্তির পুষ্টিকর ভোজন প্রাপ্ত করি। সত্যযুগে ভারত জীবন মুক্ত ছিল, পবিত্র ছিল। বাবা সর্ব শ্রেষ্ঠ খোরাক দেন, তবেই তো গায়ন আছে অতীন্দ্রিয় সুখ জিজ্ঞাসা করতে হলে গোপ গোপীকাদের জিজ্ঞাসা কর। এই হল জ্ঞান ও যোগের ফার্স্ট ক্লাস ওয়ান্ডার ফুল খোরাক এবং এই খোরাক একমাত্র রুহানী সার্জেনের কাছে আছে, আর কেউ এই খোরাকের কথা জানেনা। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের জন্যে হাতের মুঠোয় উপহার নিয়ে এসেছি। মুক্তি, জীবন মুক্তির এই উপহার আমার কাছেই আছে। কল্প কল্প আমি এসে তোমাদের প্রদান করি। সেসব রাবণ কেড়ে নেয়। তাহলে এখন বাচ্চারা তোমাদের খুশীর পারদ কতখানি উর্দ্ধে থাকা উচিত। তোমরা জানো একমাত্র বাবা, টিচার ও প্রকৃত সদগুরু আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। (মোস্ট বিলাভড) অতিপ্রিয় বাবার থেকে আমরা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করি। কিছু কম কথা নয় ! তাই সর্বদা আনন্দিত থাকা উচিত। গডলি স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দি বেস্ট অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ছাত্র জীবন হল সর্বোত্তম। এইসব তো এখনকার-ই গায়ন

তাইনা। তারপর নতুন দুনিয়ায় তোমরা সর্বদা খুশীর অনুষ্ঠান করবে। দুনিয়া জানেনা প্রকৃত খুশীর অনুষ্ঠান কবে পালন হবে । মানুষের তো সত্যযুগের বিষয়ে কোনো জ্ঞান-ই নেই। তাই এখানেই উৎসব পালন করতে থাকে। কিন্তু এই পুরানো তম প্রধান দুনিয়ায় খুশী আসবে কোথা থেকে। এখানেতো ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। এই হল কত দুঃখের দুনিয়া।

বাবা তোমাদের কত সহজ পথ বলে দেন। গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকো। ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে আমায় স্মরণ করতে থাকো। যেমন প্রেমিক প্রেমিকারা থাকে। তারা তো একে অপরকে স্মরণ করতে থাকে। তারা একে অপরের প্রেমিক প্রেমিকা হয়। এখানে সেই কথা নেই , এখানে তো তোমরা সবাই একমাত্র প্রিয়তমর জন্ম জন্মান্তর ধরে প্রেমিকা হয়ে থাকো। বাবা কখনও তোমাদের প্রেমিকা হন না। বরং তোমরা সেই প্রিয়তমর সঙ্গে দেখা করার জন্যে যুগ যুগ স্মরণ করেছ। যখন দুঃখ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পায় তখন বেশী স্মরণ করা হয়। গায়নও আছে দুঃখে স্মরণ সবাই করে, সুখে করে না কেউ। এই সময় বাবাও হলেন সর্ব শক্তিমান, তো দিন প্রতিদিন মায়াও সর্ব শক্তিমান -- তমোপ্রধান হয়ে যায় তাই এখন বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা দেহি-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা ভেবে আমি পিতা আমায় স্মরণ করো এবং সাথে সাথে দৈবী গুণও ধারণ করো তাহলে তোমরা এমন লক্ষ্মী নারায়ণে পরিণত হবে। এই পড়াশোনায় মুখ্য কথা হল স্মরণের। উঁচু থেকে উঁচু বাবাকে অনেক ভালোবাসা, স্নেহ সহকারে স্মরণ করা উচিত। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু, নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। বাবা বলেন আমি এসেছি বাচ্চারা তোমাদের বিশ্বের মালিক করতে তাই এখন আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের অনেক জন্মের পাপ নষ্ট হবে। পতিত পাবন বাবা বলেন তোমরা অনেক পতিত হয়েছ তাই এখন তোমরা আমায় স্মরণ করো তো তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। পতিত পাবন বাবাকেই আহবান করে তাইনা। এবারে বাবা এসেছেন, তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাবা হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। নিশ্চয়ই সত্যযুগে যখন পবিত্র দুনিয়া ছিল তখন সবাই সুখী ছিল। এখন বাবা আবার বলছেন বাচ্চারা শান্তি ধাম ও সুখ ধামকে স্মরণ করতে থাকো। এখন হল সঙ্গম যুগ। মাঝি তোমাদের ভবসাগর পার করিয়ে দেন। নৌকা সংখ্যায় কোনো একটি নয় বরং সম্পূর্ণ দুনিয়া হল একটি বিশাল জাহাজ স্বরূপ, তোমাদের পার করিয়ে দেন।

মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। তোমাদের জন্যে সর্বদা খুশী রয়েছে। বেহদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। বাঃ ! এইরকম তো কখনও না কেউ শুনেছে, না পড়েছে। ভগবানুবাচঃ আমি রুহানী বাচ্চারা তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি, তাই ঠিক মত শেখা উচিত। ধারণা করা উচিত। ভালো ভাবে পড়াশোনা করা উচিত। পড়াশোনায় নম্বর অনুযায়ী পজিশন তো থাকেই। নিজেকে দেখা উচিত যে আমি কি ? উত্তম, মধ্যম বা কনিষ্ঠ ? বাবা বলেন নিজেকে দেখ আমি কি উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে যোগ্য হয়েছি ? রুহানী সার্ভিস করি কি ? কারণ বাবা বলেন বাচ্চারা সার্ভিসেবল হও , ফলো করো। আমি এসেছি সার্ভিসের জন্যে। প্রতিদিন সার্ভিস করি তাই এই রথের আধার নিয়েছি। এই রথ (ব্রহ্মার রথ) অসুস্থ হলে আমি এই রথে বসে মুরলি লিখি। মুখে বলতে পারেনা তো আমি লিখি , যাতে বাচ্চাদের জন্যে মুরলি যেন মিস না হয় অর্থাৎ আমিও সার্ভিসে উপস্থিত তাইনা। এই হল রুহানী সার্ভিস। তোমরাও বাবার সার্ভিসে যুক্ত হও। অন গড ফাদারলি সার্ভিস। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক স্বয়ং বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন। যারা ভালো পুরুষার্থ করে তাদের মহাবীর বলা হয়। দেখা হয় মহাবীর কে, যে বাবার নির্দেশ অনুযায়ী চলে।

বাবার আদেশ হল নিজেকে আত্মা ভেবে ভাই ভাইকে দেখ। এই শরীরকে ভুলে যাও। বাবাও শরীর দেখেননা। বাবা বলেন আমি আত্মাদের দেখি। যদিও এই জ্ঞান তো আছে যে আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারেনা। আমিও এই শরীরে এসেছি , লোন নিয়েছি। শরীরের সঙ্গেই আত্মা পড়া করতে পারে। বাবার বৈঠক স্থল এইখানে। এইটি হল অকাল তখত। আত্মা হল অকাল মূর্ত। আত্মা কখনও ছোট বড় হয়না , শরীর ছোট বড় হয়। যে আত্মারা আছে , তাদের সবার তখত হল এই ভ্রুকুটির মাঝখানে। শরীর তো সবারই ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারো অকাল তখত পুরুষের, কারো স্ত্রীর। কারো আবার বাচ্চার। বাবা বসে বাচ্চাদের রুহানী ড্রিল শেখান। যখন কারো সঙ্গে কথা বলবে তখন প্রথমে নিজেকে আত্মা ভাববে। আমি আত্মা অমুক ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। বাবার সংবাদ দিই যে শিববাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারা মরচে বা জঙ্ মিটবে। সোনায় যখন খাদ পড়ে তখন সোনার দাম কমে যায়। তোমরা আত্মা, মরচে পড়ে তোমাদের ভ্যালু কমে গেছে। এখন আবার পবিত্র হতে হবে। তোমরা আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ। সেই নেত্র দিয়ে নিজের ভাইদের দেখো। ভাই ভাই দেখলে কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হবেনা। রাজ্য ভাগ্য নিতে হবে, বিশ্বের মালিক হতে হবে , তার জন্যে এই পরিশ্রম করো। ভাই ভাই ভেবে সবাইকে জ্ঞান দাও। তাহলে এই অভ্যাস পাকা হয়ে যাবে। তোমরা সবাই হলে সত্যিকারের ব্রাদার্স। বাবাও এসেছেন উপর থেকে , তোমরাও এসেছ। বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে সার্ভিস করছেন। বাবা সার্ভিস করার সাহস দেন। হিম্মতে মর্দা , মদদে খুদা .... (যে মানুষ সাহস করে, ভগবান তার সাহায্য করেন) তো এই প্র্যাক্টিস করতে হবে -- আমি আত্মা ভাইকে পড়াই। আত্মা-ই তো পড়ে তাইনা। একেই স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয়। যে নলেজ রুহানী পিতার কাছেই প্রাপ্ত হয়। সঙ্গমে বাবা এসে এই নলেজ দেন যে নিজেকে আত্মা ভাবো। তোমরা অশরীরী এসেছিলে তারপরে এখানে এসে শরীর ধারণ করেছ এবং ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছ। এখন ফিরে যেতে হবে তাই নিজেকে আত্মা ভেবে ভাই ভাই এর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। এই পরিশ্রম করতে হবে। নিজের পরিশ্রম করতে হবে , অন্যেরটা দেখে আমাদের কি লাভ হবে। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম অর্থাৎ প্রথমে নিজেকে আত্মা ভেবে তারপরে ভাইদের বোঝাও তো ভালো ভাবে তারা বুঝবে। নিজের সেবায় এই শক্তি ভরতে হবে। পরিশ্রম করলে তবেই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। বাবা এসেছেন ফল দিতে তো পরিশ্রম করতে হবে। সবকিছু সহ্য করতে হবে।

তোমায় কেউ উল্টো কথা বললে তোমরা চুপ করে থাকবে। তোমরা চুপ থাকলে অন্যরা কি করবে। তালি দুই হাত দিয়েই বাজে। একজন মুখ দিয়ে তালি বাজালে , অন্যজন চুপ করে থাকলে সেও নিজে নিজেই চুপ হয়ে যাবে। তালি দিয়ে তালি বাজালে আওয়াজ হয়। বাচ্চাদের একে অপরের কল্যাণ করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা সর্বদা খুশীতে থাকতে চাও তো মন্মনাভব। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। ভাইদের (আত্মাদের) দিকে দেখো। ভাইদেরও এই নলেজ দাও। এই অভ্যাস হয়ে গেলে কখনও ক্রিমিনাল চোখ হবেনা। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা তৃতীয় নেত্রকে দেখো। বাবা তোমাদের আত্মকেই দেখেন। চেষ্টা করতে হবে যেন সর্বদা আত্মাকেই দেখা হয়। শরীর কে নয়। যখন যোগ করাও তখনও নিজেকে আত্মা ভেবে ভাইদের দেখলে সার্ভিস ভালো হবে। বাবা বলেন ভাইদের বোঝাও। ভাইরা সবাই বাবার কাছে বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত করে। এই রুহানী নলেজ একবারই তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা প্রাপ্ত কর। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ তারপরে দেবতায় পরিণত হও। এই সঙ্গম যুগকে ছেড়ে দিলে পার হবে কিভাবে। ঝাঁপ দেবে কি। এই হল ওয়ান্ডার ফুল সঙ্গম যুগ। তাই বাচ্চাদের রুহানী যাত্রায় থাকার অভ্যাস করতে হবে। তোমাদের লাভের কথা। বাবার শিক্ষা ভাইদের দিতে হবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের জ্ঞান দিচ্ছি। আত্মাকে

দেখি। মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলবে তো মুখ দেখবে তাইনা। তোমরা আত্মার সঙ্গে কথা বলো তো আত্মাকেই দেখতে হবে। যদিও জ্ঞান দেবে শরীর দ্বারা কিন্তু এই বিষয়েই শরীরের ভান মেটাতে হবে। তোমাদের আত্মা জানে পরমাত্মা পিতা আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন। ওঁনার কাছে নলেজ প্রাপ্ত করি। একেই বলা হয় আত্মার সঙ্গে আত্মার স্পিরিচুয়াল জ্ঞানের দেওয়া নেওয়া । আত্মার মধ্যে জ্ঞান আছে। আত্মাকেই জ্ঞান দিতে হবে। এই হল এমন শক্তি। তোমাদের মধ্যে এই জ্ঞানের শক্তি ভরে গেল কাউকে বোঝালেই সে চট করে বুঝবে। বাবা বলেন প্র্যাক্টিস করে দেখ বোঝাতে পারছ কিনা। এই রূপ নতুন অভ্যাস করতে হবে তাহলেই শরীরের ভান মিটে যাবে। মায়ার ঝড় কম আসবে। খারাপ চিন্তা আসবেনা। ক্রিমিনাল চোখ হবেনা। আমরা আত্মারা ৮৪ -র চক্র পূর্ণ করেছি। এখন নাটক শেষ হচ্ছে। এখন বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারা তম প্রধান থেকে সত প্রধান হয়ে , সত প্রধান দুনিয়ার মালিক হব। কত সহজ। বাবা জানেন বাচ্চাদের এই শিক্ষা দেওয়াও আমার-ই পার্ট। কোনো নতুন কথা নয়। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে আমাকে আসতে হয়। আমি বন্ধনে যুক্ত, বাচ্চাদের বসে বোঝাই -- মিষ্টি বাচ্চারা রুহানী স্মরণের যাত্রায় থাকো তাহলে অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে। এইটি তো অন্ত সময় তাইনা। মামেকম স্মরণ কর তাহলে তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে। স্মরণের যাত্রার পায়া গুলি শক্ত হয়ে যাবে। এইরূপ দেহি-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা তোমরা একবার-ই প্রাপ্ত কর। কত ওয়ান্ডার ফুল এই জ্ঞান। বাবা হলেন ওয়ান্ডার ফুল তাই বাবার জ্ঞানও হল ওয়ান্ডার ফুল। কখনও কেউ বলতে পারবেনা। এখন ফিরে যেতে হবে তাই বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা এইরকম প্র্যাক্টিস করো । নিজেকে আত্মা ভেবে আত্মাকে জ্ঞান দাও। তৃতীয় নেত্রের সাহায্যে ভাই ভাই কে দেখো। এতেই খুব পরিশ্রম । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আত্মা ভাই ভাই-কে দেখার অভ্যাস করতে হবে। নিজেকে আত্মা ভেবে ভাই ভাইকে জ্ঞান দান করতে হবে। মহাবীর রূপে এই আদেশ পালন করতে হবে।

২) তোমায় কেউ উল্টো কথা বললে তোমরা চুপ করে থাকো। দুই হাতে তালি বাজে, একজন মুখের তালি বাজালেও অন্যজন চুপ থাকলে সে নিজে থেকেই চুপ হয়ে যাবে।

বরদান :- মন-বচন-কর্ম, তিনটি সেবার খাতায় জমা বৃদ্ধিকারী যজ্ঞ স্নেহী হও।

ব্যাখা: বাপদাদার কাছে সব বাচ্চাদের সেবার তিনটি জমার খাতা আছে। যে যজ্ঞ স্নেহী হয় সে মন-বচন-কর্ম, তন মন ও ধন দ্বারা তিনটি সেবায় সদা সহযোগী হয়। প্রত্যেকটি খাতায় ১০০ নম্বর আছে। যদি কারো বচন দ্বারা সেবায় ডিউটি রয়েছে তবুও মন ও কর্মের সেবার পার্সেন্টেজ যেন কম না হয়। বচন দ্বারা সেবা খুবই সহজ কিন্তু মনের সেবায় বিশেষ একাগ্রতার প্রয়োজন রয়েছে এবং কর্ম শুধুমাত্র স্থূল সেবা নয় কিন্তু সংগঠনে সম্বন্ধ সম্পর্কে আসা -- এও কর্মের খাতায় জমা হয়।

স্লোগান – নিজের উপরে রাজত্ব করে স্ব রাজ্য অধিকারী হও, সঙ্গী সাথীদের উপরে রাজত্ব করে নয়।